সংলাপ

AP / Pavel Rahman

দেশের চলমান সংকট নিরসনের জন্য দুটি বৃহৎ রাজনৈতিক দলের নের্তৃবৃন্দের মধ্যে সংলাপের কথা শোনা যাচ্ছে দীর্ঘদিন থেকেই। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, এই ধরনের কোন সফল সংলাপ অনুষ্ঠানের কোন কার্যকর উদ্যোগ এখন পর্যন্ত দেখা যায়নি। এই সংলাপ কবে অনুষ্ঠিত হবে, কবে হবে বর্তমান রাজনৈতিক সমস্যার সমাধান, কেউই জানে না।

তবে দুটি দলের নের্তৃবৃন্দ একসাথে বসলেই যে সকল সমস্যার সমাধান পাওয়া যাবে, এই কথাটি পুরোপুরি ঠিক নয়। এর কারণ একটি সংলাপ আদৌ ফলপ্রসূ হবে কিনা, তা যেমন সংলাপকারীদের আচার আচরণের মাধ্যমে নির্ধারিত হয়, ঠিক তেমনি সেই সংলাপকে সঠিক পথে রাখার জন্য সংলাপের মধ্যস্থতাকারীর ভূমিকার উপরও নির্ভর করে এর সামগ্রিক সফলতা।

এই কথাগুলো শুধুমাত্র সংলাপের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য নয়।

যে কোন টিভি অনুষ্ঠান সফল করার জন্য যেমন প্রয়োজন একজন দক্ষ উপস্থাপক, ঠিক তেমনি একটি সভার আলোচনার গতিপথ সঠিক দিকে রাখার জন্য প্রয়োজন একজন কৌশলী এবং অভিজ্ঞ সভাপতি। একই ভাবে একটি সংলাপ সফল হবে কিনা, তা অনেকাংশেই নির্ভর করে একজন অভিজ্ঞ সংলাপ মধ্যস্থতাকারীর উপর।

কিন্তু প্রশ্ন হল, দুটি বিবদমান রাজনৈতিক দলের মধ্যে সংলাপের মত একটি বৃহৎ বিষয়কে চালানোর জন্য মধ্যস্থতাকারী হতে কে রাজি হবেন?

দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের এই ব্যাপারে রাজি না হওয়ার অনেক কারণ রয়েছে। একটি কারণ হল এই ধরনের সংলাপ করতে গিয়ে মধ্যস্থতাকারী ব্যর্থ হতে পারেন। ফলে শেষ বিচারে সবার চোখে দোষী হতে পারেন মধ্যস্থতাকারী নিজেই। ফলে এই ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ উদ্যোগে ব্যর্থ হয়ে দীর্ঘদিনের অর্জিত সম্মানটুকু হারিয়ে একজন বিতর্কিত ব্যক্তিতে পরিণত হতে পারেন ত্যাগী মধ্যস্থতাকারী।

খুব সম্ভবত এই কারণেই এখন পর্যন্ত সংলাপ বিষয়ে দেশের বিশিষ্ট ব্যক্তিদেরকে কোন কার্যকর উদ্যোগ নিতে দেখা যায়নি।

একটি সংলাপে সফলতার সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে ব্যক্তি বিশেষের অহংকার, পারস্পরিক হিংসা-বিদ্বেষ, এবং সর্বোপরী ব্যক্তিগত ইগো। মুলত এই অদৃশ্য কারণগুলির জন্যই আমরা অতীতে দুটি দলের মধ্যে কোন সফল সংলাপ অনুষ্ঠিত হতে দেখিনি। তাই এর ফলাফল হিসাবে আমার পেয়েছি দিনের পর দিন হরতাল, সহিংসতা, এবং জ্বালাও-পোড়াও আন্দোলন।

এখন প্রশ্ন হল এই প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দুর করার উপায় কি?

আমরা জাতিগতভাবে এই প্রতিবন্ধকতাগুলিকে চিহ্নিত করতে পেরেছি অনেক আগেই, তবে এর সমাধানের কোন পথ এখনো আমরা খুঁজে পাইনি।

আমরা মনে করি, এই প্রতিবন্ধকতাগুলি চিরতরে দুর করার জন্য ধর্মের সাহায্য নেয়া ছাড়া কোন উপায় নেই।

বিশ্বের প্রতিটি ধর্মেই হিংসা-বিদ্বেষ, হানাহানি এবং অশান্তি থেকে দুরে থাকার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার আহবান জানানো হয়েছে। বিশেষ করে ইসলাম ধর্মের পবিত্র

গ্রন্থ কোরআনে দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে শান্তি স্থাপনের তাগিদ দেয়া হয়েছে একাধিক আয়াতে। এই প্রসঙ্গে নীচের আয়াতগুলি অবশ্যই উল্লেখ করার দাবি রাখেঃ

"বিশ্বাসীদের মধ্যে দুটি দল যদি বিবাদে লিপ্ত হয়, তাহলে তাদের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দাও। কিন্তু একটি দল অপর দলের বিপক্ষে যদি সীমা লঙ্ঘন করে, তাহলে যে সীমা লঙ্ঘন করে, তার বিরুদ্ধে লড়াই কর যতক্ষণ না তারা আল্লাহর আদেশ মান্য করে। কিন্তু তারা যদি মান্য করে, তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়ের সাথে শান্তি প্রতিষ্ঠা করে দাও এবং ন্যায়বিচার কর। কারণ যারা ন্যায়বিচার করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। বিশ্বাসীরা একে অপরের ভাই ছাড়া আর কিছুই নয়। অতএব তাদের মধ্যে শান্তি স্থাপন কর, এবং আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা দয়া পেতে পার।" (সুরা আল হুজরাত, আয়াত ৯–১০)।

উপরের আয়াতে বিবদমান দুটি দলের দ্বন্দ্ব নিরসনের জন্য মহান আলাহপাক মধ্যস্থতাকারীদের উদ্দেশ্যেই এই আয়াতগুলি বিবৃত করেছেন। এই আয়াতের মাধ্যমে ন্যায়বিচারক মধ্যস্থতাকারীদের প্রণোদনাও দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে, যারা দ্বন্দ্ব নিরসনে ন্যায়বিচার করে, আল্লাহ তাদের ভালবাসেন। আল্লাহর ভালবাসার প্রাপ্তির চেয়ে বেশি পুরস্কার আর কি হতে পারে?

তাই শত ঝুঁকি আমলে না নিয়ে দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতা করাতে আল্লাহর পক্ষ থেকে সুস্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে। এই নির্দেশ পালন করলে একজন ত্যাগী মধ্যস্থতাকারী সফল হন বা ব্যর্থ হন, তিনি তার পুণ্য ঠিকই অর্জন করবেন।

তাই উপরের আয়াতের আলোকে দেশের বিশিষ্টজনদেরকে আমরা বিনীত অনুরোধ জানাই আপনারা দেশের রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা নিরসনে এগিয়ে আসুন। সমাজ যাদেরকে চেনে, সমাজে যাদের কথার মূল্য আছে, তারা ব্যক্তিগত বা দলবদ্ধভাবে দুটি বিবদমান পক্ষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে ভূমিকা পালন করুন।

এই মধ্যস্থতাকারী হতে পারেন কোন বিশিষ্ট ব্যক্তি বা কোন খ্যাতনামা প্রতিষ্ঠান যাদের সর্বমহলে এক ধরনের গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে। এই ব্যক্তি হতে পারেন দেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি, দীর্ঘদিন ধরে সংলাপ অনুষ্ঠানের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সুশীল সমাজের কোন বর্ষীয়ান ব্যক্তি, অথবা তিনি হতে পারেন দেশের প্রাক্তন কোন রাষ্ট্রপতি বা প্রধান বিচারপতি কিংবা অন্য কেউ।

তবে মধ্যস্থতা করাই শেষ কথা নয়। দুটি দল যদি তাদের অবস্থানে অনড় থাকে, তারা যদি পারস্পরিক সংলাপ অনুষ্ঠানের বিরোধীতা করতে থাকেন, তাহলে একটি কার্যকর মধ্যস্থতাও ব্যর্থ হতে পারে। এই ধরনের সম্ভাবনা কমানোর জন্য আমরা আবারো ধর্মের আশ্রয় নেব। ইসলাম ধর্মে পারস্পরিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠাকে খুবই গুরুত্ব দেয়া হয়েছে। গুরুত্ব দেয়া হয়েছে পারস্পরিক আলাপ-আলোচনাকেও। এই সম্পর্কে একটি বিখ্যাত হাদিস উল্লেখ না করে পারছি নাঃ

আবু আইয়ুব আল আনসারী (রঃ) হতে বর্ণিত, আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (সঃ) বলেছেন, *"একজন ব্যক্তির জন্য বৈধ নয় তার ভাইকে তিন রাতের বেশি পরিত্যাগ করা। তারা যখন সাক্ষাৎ করে, তখন তাদের একজন তার মুখ অন্যজন থেকে সরিয়ে রাখে, এবং অপরজন তার মুখ সরিয়ে রাখে প্রথমজন থেকে। তাদের দুইজনের মধ্যে সেই ব্যক্তি উত্তম যে অপরকে প্রথম সালাম দেয়।"*[১]

উপরের হাদিসটি থেকে দুটি বিষয় লক্ষণীয়ঃ

পারস্পরিক দ্বন্দ্ব হলে দুই ব্যক্তির মধ্যে তিনদিনের বেশি কথা বন্ধ রাখা বৈধ নয়। অর্থাৎ এই সময়কালে দুই ব্যক্তি যদি কথা না বলেন, তাহলে তা অনৈতিক, অবৈধ বা হারাম হিসাবে বিবেচিত হবে এবং এতে দায়ী হবেন দুজনই।

এর মধ্যে আবার সেই ব্যক্তি উত্তম যিনি নিজের অহঙ্কার এবং ইগোকে দমিয়ে অপরজনকে সালাম দিয়ে কথা শুরু করেন।

হাদিসটি খুব সাধারণ মনে হলেও কার্যক্ষেত্রে এর প্রয়োগ কিন্তু খুব সহজ নয়। ধরা যাক, আপনার সাথে একজন ব্যক্তির খুব ঝগড়া হল। তারপর একেবারে মুখ দেখাদেখি বন্ধ। এই পরিপ্রেক্ষিতে আপনি কি পারবেন মাত্র তিনদিনের মধ্যে অপরজনকে সালাম দিয়ে কথা শুরু করতে?

আমি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করি, সেখানে দশটি বাংলাদেশি পরিবার নিয়ে আমাদের মধ্যে একটি ছোট গ্রুপ আছে। আমাদের মধ্যে নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হয়, পার্টি হয়। মাঝে মাঝে এই দলের বিভিন্ন সদস্যদের মধ্যে ঝগড়া-ঝাটিও হয়।

[১] সূত্রঃ সহীহ বুখারী, হাদিস নং ৬০৭৭, ভলিয়্যুম ৮, অনুবাদক ড. মুহাম্মদ মোহসিন খান, দারুসসালাম, ১৯৯৭।

এই ধরনের ঝগড়া হলে আমরা সব সময় উপরের পবিত্র কোরআনের আয়াত এবং হাদিসটি স্মরণ করি। ফলে একটা সময় আসে যখন এই ঝগড়াগুলো মেটানোর উদ্যোগ নেয়া হয় অথবা তা আপনা-আপনিই মিটে যায়। এর মূল কারণ হল এই দশটি পরিবারের সদস্যদের ধার্মিকতার মাত্রা এবং রাজনৈতিক আদর্শ বিভিন্ন হলেও আমরা কিন্তু সবাই এই আয়াত এবং হাদিস জানি এবং তা বাস্তবে প্রয়োগ করার চেষ্টা করি। এর ফলে বিগত দশ বছরে এই দশটি পরিবারের মধ্যে দীর্ঘমেয়াদী সংঘাত কখনোই জায়গা পায়নি।

বর্তমান রাজনৈতিক সংকট শুধুমাত্র দুটি দলের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। দুটি দলের পাশাপাশি আমাদের সাংবাদিক সমাজ, সুশীল সমাজ এবং বুদ্ধিজীবীরাও দলীয়ভাবে বিভক্ত। আমাদের কেন জানি মনে হয়, বিভিন্ন দলে বিভক্ত এই বিশিষ্টজনরা অপর পক্ষের সদস্যদের সাথে কথাবার্তা বলেন না, দেখা সাক্ষাতও করেন না। আমাদের ধারণা ভুল হতে পারে। তবে আমাদের ধারণা যদি সত্যি হয়, তাহলে আমরা বলব, পরস্পরের সাথে এই কথা না বলার সংস্কৃতি শুধু একটি রাজনৈতিক সমস্যা নয়, এটি একটি সামাজিক সমস্যাও।

বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি, বিবদমান পক্ষগুলি যদি উপরের ধর্মীয় বাণীগুলি মন দিয়ে পড়েন এবং তা কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করার চেষ্টা করেন, তাহলে ফলদায়ক কিছু বের হতেও পারে। এই উদ্যোগগুলি যদি সফল হয়, তাহলে বেঁচে যাব আমরা, বেঁচে যাবে আমাদের দেশ।

আমরা দেশে শান্তি দেখতে চাই। অগ্রগতি দেখতে চাই। আমরা আশা করি, দুটি বৃহৎ দলের নের্তবৃন্দ অচিরেই আমাদেরকে এমন একটি সুসংবাদ দিতে পারবেন, যাতে আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আরো বেশি আশান্বিত হতে পারি। আর এই সুসংবাদ আসতে পারে একটি সফল সংলাপ অনুষ্ঠানের মাধ্যমেই।

মাবরুর মাহমুদ
প্রতিষ্ঠাতা, আইএফডি
ফেব্রুয়ারী ১, ২০১৫

ছবিসূত্রঃ ইন্টারনেট থেকে প্রাপ্ত।